সংবাদ

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# ভর্তি পরীক্ষায় ভুয়া প্রশ্নপত্র তিন লাখ টাকায় বিক্রি হয়

## ফুটপাতের বই থেকে ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভর্তি পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র তিন লাখ টাকায় বিক্রি হওয়ার তথ্য জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'পরীক্ষার মূল প্রশ্ন কেউ ফাঁস করতে পারে না। নকল প্রশ্ন বের করে। ভর্তি পরীক্ষার একটি চক্রকে তারা (আইনশৃঙ্খলা বাহিনী) ধরেছেন, যারা ভুল প্রশ্ন প্রচার করেছে। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো ওই প্রশ্নই তারা বিক্রি করেছে পাঁচ হাজার থেকে তিন লাখ টাকায়।'

মন্ত্রী গতকাল সচিবালয়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের কাছে এই দাবি করেন। এ সময় শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করার কিছু পেশাদার লোক আছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'তারা দীর্ঘদিন থেকে এ কাজ চালিয়ে আসছে। কিছু লোক আছে মাঝে মাঝে যুক্ত হয়, এরা দুই রকমের বেনিফিট নিতে চায়।'

তিনি ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

## ভর্তি : পরীক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, 'যারা পেশাদার, তাদের চিহ্নিত করতে বিজি প্রেসকে আমলে নেই, তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন লিংক বের করতে পারি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের লিংক করে তাদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে। দুই-একজন যারা আছেন, তারাও দৃষ্টির মধ্যে চলে এসেছে। এই প্রতারক চক্রের একটি উদ্দেশ্য হলো প্রশ্ন ফাঁস করে কিছু ইনকাম করা। আবার সরকারকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেও প্রশ্নফাঁসের চেষ্টা হয়।' ভুয়া প্রশ্ন বিক্রির সঙ্গে জড়িত চক্রকে শনাক্ত করা হয়েছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এদের সবাইকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। সবার তালিকা করা হয়েছে। এসব করে কেউ পার পাবে না, ধরা পড়তেই হবে।'

এবার জেএসসি ও জেডিসির প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা নেই দাবি করে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ায় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি এখন আর আগের মতো নেই, বলা যায় নকলমুক্ত পরীক্ষা। তবে ছোটোখাটো ভুলত্রুটি থাকতে পারে, সেটা অন্য জিনিস।' কিছু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ ধরাও পড়েছেন। কিছু শিক্ষক নজরদারির মধ্যে আছেন। কোচিং সেন্টারগুলোতেও নজরদারি করা হচ্ছে। আমরা খুবই দুঃখিত হই, যখন শুনি যে আমাদের শিক্ষকরাও এসব কাজে জড়িত হয়ে পড়েন। এ কারণে পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশ কমিয়ে দিয়েছি।' ফুটপাতের বই থেকে ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন : শিক্ষার্থী বাছাইয়ে ফুটপাত থেকে 'অখ্যাত' লেখকদের বই কিনে তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ঢাবির একটি সিটের বিপরীতে ৪০ জন আবেদন করেছে। ওখানে পাস ফেলের ব্যাপার নাই। এক ঘণ্টায় তারা একটা বাছাই করছেন কি করে ৩৯ জনকে বাদ দেয়া যায়। ৩৯ জনকে বাদ দেয়ার জন্যই এ ব্যবস্থাগুলো নেয়া হয়।'

তিনি বলেন, 'গত বছরের আগের বছর বলেছিলেন (ঢাবি কর্তৃপক্ষ) ইংরেজিতে শুধু ৩ জন ভর্তি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা সব আসনই পূর্ণ করেছেন। এসএসসি ও এইচএসসিতে যে হারে জিপিএ-৫ পায় তার চেয়ে বেশি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাচ্ছে ওই সব ছেলেমেয়েরা, তারা যাদের বলছেন ফেল। এটা পাস ফেলের প্রশ্ন নয়, এটা বাছাইয়ের প্রশ্ন। ঢাবি ফেল করাদের পরে ভর্তি করে এক বছর পরই তারা কি করে ফার্স্ট ক্লাস মার্ক পাচ্ছে- সেই প্রশ্ন রেখে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এটা কি করে সম্ভব। এটা ছেলেমেয়েদের হতাশ করে। ভুল ম্যাসেজ চলে যায় সবার কাছে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছি। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর অন্যদের আস্থা কমে যাবে।' মন্ত্রী জানান, 'একজন শিক্ষক বলেছেন, নীলক্ষেতের ফুটপাতে অনেক বই বিক্রি হয়- গান, জারি, নাচ, ছড়া, কবিতা নানান ধরনের বই। তারা নিজেরাও দেখেন না এসব বই। ওইসব জায়গা থেকে তারা কয়েকটি তুলে নিয়ে আসেন। এনে প্রশ্নের মধ্যে তুলে দেন ওই বইয়ের লেখক কে? তারাও জানেন না। কেন দেন? তাদের তো উদ্দেশ্য পাস ফেল না। উদ্দেশ্য হলো ৩৯ জনকে বাদ দেয়া এবং একজনকে রাখা। সেই হিসেবে এটা পাস ফেলের প্রশ্ন নয়, এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের গুণগত মান বাড়ছে না যারা বলেন, তারা মোটেই সঠিক কথা বলেন না। আমরা এটা নিশ্চিতই বলতে পারি, সার্বিক ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, বাড়ছে। তবে যা বাড়া উচিত, যা করা উচিত তার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, লড়াই করছি। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার।' আগামী ১ নভেম্বর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। চলবে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এবার দেশের দুই হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ১১ লাখ ২৩ হাজার ১৬২ জন ছাত্র এবং ১২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫৩ জন ছাত্রী। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার জেএসসিতে ২০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩৪ জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে তিন লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।